গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গাজেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৫
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

গত তিন বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলার অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় ২ টি ভূগর্ভস্থ পানি শোধনাগার, ১১টি উৎপাদক নলকূপ, ৪৫কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন এবং পল্লী এলাকায় ৫২০০টি বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন, ১৩০০ সেট স্বল্প মূল্যে ও বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ৮টি পাবলিক টয়লেট ও ৩২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করনের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের ১২০টি পানির উৎস ও ৭০টি ওয়াশ ব্লক নির্মান করা হয়েছে এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন জনবহুল স্থানে ২৪টি হ্যান্ড ওয়াশ বেসিন নির্মান ও হাত ধোয়ার জন্য সেখানে সাবানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যেহেতু একটি আর্সেনিক কবলিত এলাকা, এখানে বেশির ভাগ নলকূপেই মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বিদ্যমান। কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটি নলকূপের পানি পরীক্ষা করে সহনীয় মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া যায় আবার ঐ নলকূপটি ২ বছর পরে পানি পরীক্ষা করে দেখা যায় মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বিদ্যমান।
অত্র জেলার আরও একটি বড় ধরনের সমস্যা হলো যে, এখানে ভূগর্ভস্থ ৩৫০ থেকে ৩৮০ ফুটের নীচে নুড়ি পাথরের স্তরের ফলে বোরিং করা সম্ভব হয়না ফলে অধিক গভীরের নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হয় না।
তাছাড়া বিভিন্ন বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট/ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নেই।

আসন্ন অর্থ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলার মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সাধারণ জণগনকে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থানিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতি ৪৫ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে করনের লক্ষে জেলার সকল নলকূপের পানি পরীক্ষা করে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকযুক্ত পানির উৎসগুলিতে টেকসই আর্সেনিক, আয়রণ রিমুভাল প্লান্ট তৈরী করা যেতে পারে । উল্লেখ্য যে, পানির নমুনা সংগ্রহ বাবদ মেকানিকদের জন্য সম্মানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যপ্রধানঅর্জনসমূহ

- পৌর ও পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-১০৬৬টি
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি বেজড পানির উৎস স্থাপন-৬২ টি
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন - ৬টি
- পল্লী এলাকায় পাইপলাইনস্থাপন–১৬কিঃমিঃ
- পল্লী এলাকায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ - ৪ টি
- পল্লী এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ- ৪ টি
- পৌরও পল্লী এলাকায় পাবলিক টয়লেট/ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ-১০টি
- পানির গুণগতমাননিশ্চিতকল্পে পানির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা৩০০০টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেরূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গাজেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩সালেরজুন মাসের ২৪তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিস্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: